বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

সূত্র নং- বিএসইসি/মুখপাত্র (৩য় খন্ড)/২০১১/৯৭

তারিখঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৯ মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৬৮৮তম কমিশন সভা অদ্য ২৯/০৫/২০১৯ তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছেঃ

১. সভায় কমিশন বে-মেয়াদি 'Constellation Unit Fund'-এর খসড়া প্রসপেক্টাস অনুমোদন করেছে। ফান্ডের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে উদ্যোক্তা 'কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিঃ' ১ কোটি টাকা প্রদান করবে এবং বাকি ৯ কোটি টাকা সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। উক্ত ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক, ট্রাস্টি এবং কাস্টডিয়ান হিসেবে কাজ করছে যথাক্রমে 'কনস্টেলেশন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড', 'ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)' এবং 'ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড'।

২. আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড এর রাইটস শেয়ার (১R:২ হারে অর্থাৎ বিদ্যমান দুইটি সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে একটি সাধারণ শেয়ার) কমিশন অনুমোদন করেছে। এই রাইটস শেয়ারের মাধ্যমে আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কে কমিশন ১১,৭৮,০৬,৮৪০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১২.০০ টাকা মূল্যে (শেয়ার প্রতি ২.০০ টাকা হারে প্রিমিয়ামসহ) বাজারে ছেড়ে পুঁজি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করেছে। রাইটস শেয়ারের মাধ্যমে কোম্পানিটি মোট ১৪১,৩৬,৮২,০৮০.০০ টাকা মূলধন উত্তোলন করে মূলধনের পর্যাপ্ততা পূরণ তথা মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ করবে এবং ফলশ্রুতিতে কোম্পানীটির বিনিয়োগ কার্যক্রম যেমন- রিটেইল লোন, এসএমই লোন এবং করপোরেট লোন ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ইস্যুর মোট ১৪১.৩৭ কোটি টাকার মধ্যে সরকারসহ উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের অংশ ৮৭.৪৮ কোটি টাকা (৬১.৮৭%), প্রাতিষ্ঠানিক অংশ ৩৫.৯০ কোটি টাকা (২৫.৪০%) এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণের অংশ ১৭.৯৯ কোটি টাকা (১২.৭৩%)। রাইটস শেয়ার ডকুমেন্ট অনুযায়ী ডিসেম্বর ৩১, ২০১৮ইং তারিখে সমাপ্ত অর্থ-বছরে কোম্পানীটির শেয়ারপ্রতি নীট সম্পদ মূল্য (NAV) টাকা ১৭.২০ এবং শেয়ারপ্রতি আয় টাকা ২.০৬। উল্লেখ্য যে, এএএ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ইস্যু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

৩. গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কমিশন বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (ডিএসই, সিএই, মার্চেন্ট ব্যাংক এসোসিয়েশন, ব্রোকার ডিলার এসোসিয়েশন, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর প্রতিনিধি ইত্যাদি) সাথে এক সভা শেষে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারী মার্কেটের কতিপয় সংস্কার করার ঘোষণা প্রদান করে। সে ঘোষণা অনুযায়ী সেকেন্ডারী মার্কেট সংক্রান্ত ঘোষণা কমিশন ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত করেছে।

প্রাইমারি মার্কেট সংক্রান্ত ঘোষিত সংস্কারের জন্য কমিশন যে কমিটি গঠন করেছিল সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আজকের কমিশন সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) আইপিও এবং তালিকাভূক্ত ব্যতিত অন্যসকল কোম্পানী ইক্যুইটি শেয়ারের মাধ্যমে মূলধনের ইস্যুর ক্ষেত্রে কমিশনের সম্মতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি:

১) আইপিও এবং তালিকাভূক্ত ব্যতিত অন্যসকল কোম্পানী ইক্যুইটি শেয়ারের মাধ্যমে মূলধনের ইস্যুর ক্ষেত্রে কমিশনের কোন সম্মতি গ্রহণ করতে হবে না। এ সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্সের ধারা ২ডি(2D) এর অধিনে খসড়া প্রজ্ঞাপনটি অনুমোদন করা হয়;
২) এরই ধারাবাহিকতায় পূর্বের জারিকৃত ৯টি প্রজ্ঞাপন/আদেশ ইত্যাদি বাতিল করা হবে এবং একটি প্রজ্ঞাপন সংশোধিত আকারে জারি করা হবে; এবং
৩) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/আদেশ শীঘ্রই ইস্যু করা হবে।

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬ ই-মেইল : secbd@bdmail.net ওয়েব : www.sec.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

(খ) **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস ২০১৫ এর কতিপয় সংশোধনী অনুমোদন করা হয়েছে যা শীঘ্রই জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ করা হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ:-**

১) আইপিওতে যোগ্য বিনিয়োগকারী (Eligible Investors or EI) হিসাবে কোটা সুবিধা গ্রহণ করতে হলে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট অংকের সেকেন্ডারী মার্কেটে বিনিয়োগ থাকতে হবে। এই বিনিয়োগ না থাকলে কোন যোগ্য বিনিয়োগকারী তাদের জন্য সংরক্ষিত শেয়ারের কোটা সুবিধা পাবেন না। সেকেন্ডারী মার্কেটে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কত হবে তা কমিশন প্রত্যেক পাবলিক ইস্যুর সম্মতিপত্রে উল্লেখ করবে;

২) পূর্বের ইস্যুকৃত মূলধন সম্পূর্ন ব্যবহার না করে পাবলিক ইস্যুর প্রস্তাব করা যাবে না;

৩) অভিহিত মূল্যের পাবলিক ইস্যুর পরিমাণ কমপক্ষে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা অথবা ইস্যুয়ারের পরিশোধিত মূলধনের ১০% যা বেশি সে পরিমাণ হতে হবে;

৪) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে এর পরিমাণ কমপক্ষে ১০০.০০(একশত) কোটি টাকা অথবা ইস্যুয়ারের পরিশোধিত মূলধনের ১০% যা বেশি সে পরিমাণ হতে হবে;

৫) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিয়োগকারীর শেয়ারের কোটা বিডিং এর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বিক্রি না হলে সে ইস্যু বাতিল হয়ে যাবে;

৬) স্টক এক্সচেঞ্জেদ্বয়কে পাবলিক ইস্যুর তালিকাভূক্তির আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পাবলিক ইস্যু রুলস বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ আইন অথবা একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের ব্যত্যয়, যদি থাকে, উল্লেখপূর্বক তাদের মতামত কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে মতামত প্রদান না করলে ধরে নেয়া হবে যে স্টক এক্সচেঞ্জের এ বিষয়ে কোন মতামত নেই;

৭) বুকবিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ বিডারদের নাম অথবা তাদের প্রাইস ডিসপ্লে করা যাবে না;

৮) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ যোগ্য বিনিয়োগকারীদের তাদের বিডের ১০০% মূল্য যে এক্সচেঞ্জ বিডিং পরিচালনা করছে তাতে জমা দিতে হবে;

৯) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ বিডাররা যে মূল্যে এবং যে পরিমাণ শেয়ার বিড করবেন সেই মূল্যেই সেই পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করতে হবে;

১০) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ শেয়ারের এলোটমেন্টে সর্বোচ্চ মূল্যস্তরে শুরু হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা নিচের দিকে আসবে। যে মূল্যে শেয়ার শেষ হবে তা কাট অফ প্রাইস হিসাবে গণ্য হবে এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সেই মূল্য থেকে ১০% কমে শেয়ার ক্রয় করবেন;

১১) বুক বিল্ডিং এর মাধ্যমে পাবলিক ইস্যুর বিডিং এ যদি কাট অফ প্রাইসে একাধিক বিডারের বিড থাকে সেক্ষেত্রে যে বিডার আগে বিড দাখিল করেছেন তাকে প্রথমে শেয়ার প্রদান করা হবে;

১২) বিডিং এর চূড়ান্ত ফল, মূল্য ও বরাদ্দকৃত শেয়ারের সংখ্যাসহ যারা শেয়ার পেয়েছেন তাদের ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং একই সাথে ইস্যুয়ার, ইস্যু ম্যানেজার এবং এক্সচেঞ্জের ওয়েব সাইটে তা প্রকাশ করা হবে;

১৩) অকৃতকার্য বিডারের টাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বিডারকে ফেরত দিবে;

১৪) বিডিং এর পর খসড়া প্রসপেক্টাস এবং সকল কাগজপত্র প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে কমিশন সাধারন জনগনের কাছে শেয়ার বিক্রির অনুমোদন প্রদান করবে;

১৫) অভিহিত মূল্যে পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিয়োগকারীর কোটা ৪০% থেকে কমে ৩০% হবে এবং সাধারণ জনগনের কোটা (এনআরবি ব্যতিত) ৪০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% হবে;

১৬) অভিহিত মূল্যের পাবলিক ইস্যুর ক্ষেত্রে আবেদন সম্মিলিতভাবে ৬৫% এর কম হলে ইস্যু বাতিল হয়ে যাবে এবং আবেদন সম্মিলিতভাবে ৬৫% অথবা তার বেশি হলে কিন্তু ১০০% এর কম হলে বাকী শেয়ার আন্ডার রাইটার গ্রহণ করবে;

১৭) বুক বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যোগ্য বিনিযোগকারীর কোটা ৬০% থেকে হ্রাস পেয়ে ৫০ % এবং সাধারণ জনগনের কোটা ৩০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০% হবে;

১৮) প্রসপেক্টাসে উল্লেখিত কোম্পানীর সকল শেয়ারহোল্ডারদের লক ইন ০৩(তিন) বৎসরের জন্য হবে এবং তা এক্সচেঞ্জে প্রথম ট্রেডিং এর দিন থেকে গননা করা হবে;

ফোন (পিএবিএক্স) : +৮৮-০২-৫৫০০৭১৩১-২ ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৭১০৬ ই-মেইল : secbd@bdmail.net ওয়েব : www.sec.gov.bd

১৯) পাবলিক ইস্যুর আবেদনের সময় ইস্যুয়ারকে পূর্বে নগদে উত্তোলিত মূলধনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের অথবা অডিটরের সার্টিফিকেট এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট দাখিল করতে হবে; এবং

২০) পাবলিক ইস্যুর আবেদনের সময়ে ইস্যুয়ারকে পূর্বে নগদে ব্যতিত উত্তোলিত মূলধনের ক্ষেত্রে যৌথ মূলধনী কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের সার্টিফাইড ভেন্ডর এগ্রিমেন্ট এবং সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত টাইটেল ডকুমেন্ট কমিশনে জমা দিতে হবে।

৪. সভায়, পুজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, JMI Syringes & Medical Devices Ltd. কর্তৃক উক্ত কোম্পানির প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ১,১১,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার NIPRO CORPORATION, Japan এর নিকট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে প্রাইভেট অফারের মাধ্যমে নগদে ইস্যুপূর্বক মূলধন উত্তোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

NIPRO CORPORATION একটি জাপানি বহুজাতিক কোম্পানি যারা বৈশ্বিকভাবে বিভিন্ন প্রকার সার্জিক্যাল ও মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও ঔষধ-পণ্যাদির উন্নয়ন, উৎপাদন, বিপণন এবং বিতরণ করে থাকে। উক্ত কোম্পানির অনুকূলে প্রস্তাবিত শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আসবে যা ইস্যুয়ার কোম্পানির বর্তমান প্রকল্পের সম্প্রসারণ, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ, চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এছাড়া, NIPRO CORPORATION কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে JMI Syringes & Medical Devices Ltd. এ বিনিয়োগ করবে। ফলে, NIPRO CORPORATION এর ব্যবসায় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা JMI Syringes & Medical Devices Ltd. এর ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত মান এবং ব্যবসার পরিধি বাড়াতে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে কমিশন NIPRO CORPORATION এর অনুকূলে ইস্যুকৃত শেয়ার এর উপর ০৫ (পাঁচ) বছরের লক-ইন এবং ইস্যুয়ার কোম্পানির স্পন্সর ও বর্তমান পরিচালকগণ আগামি ০৫ (পাঁচ) বছর তাদের মালিকানায় থাকা উক্ত কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে পারবে না মর্মে শর্ত আরোপ করেছে। এছাড়া, ইস্যুয়ার কোম্পানি, কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সম্মতি পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ হতে তিন মাস সময়ের মধ্যে বণ্টন বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী ও বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়ন সনদ কমিশনে দাখিল করবে এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment) সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করবে মর্মে শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

২৭/০৭/২০২২

মো: সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র।